বাবু অক্ষয়কুমার সেন্তের  
জীবন-ব্যক্তাত্ত্ব।  

প্রথম অধ্যায়।  

জন্ম-বিবরণ ও পিতামাতার প্রকৃতি-বর্ণন।—চূড়ার মাতীতে বাঁকিয়া পুরু- মহাপাত্রের পাঠশালার শিক্ষা ও কিছু পানী পাড়া।—পুরুমহাপাত্রের 
পাঠশালার অভিজ্ঞতার শিক্ষার সমর্থেও সেনের দৃষ্টান্ত।  

১২২৭ সালের ১ জানুয়ারি শনিবার শুক্রপত্রের বর্ষ 
তিথিতে শ্রীরূপ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নবজীবনের চূড়া কোল উড়ে চূড়া নামক পৌঁছে কার্যকলাপ অভিযোগ করেন। 
ইহার পিতার নাম শ্রীরাম দত্ত ও মাতার নাম সরাসরী। 
ইহার। উভয়েই সরাসরি প্রতি ও লোকের বিশেষ উপকার 
করেছিলেন; আক্ষয়কুমার বাবুর বন্ধু জনের। ইহার 
পিতার অনুরক্ত ও পরস্পর বিবংশ। ইহার নিকটে বারংবার 
জীবন নিয়ে। অনেক অনন্য, বিশেষত অনন্যায়, সুপারকালী 
সহানুভূতির যুগে বাবা, ইহার বহল উদ্দেশ্য, বিপ্লব ও
২ বারু অফ্র্যরুথার মন্ডের জীবন-রূপান্তর।

আছে। রাহারে নেপোলিয়ন বোনংইপিয়ার, ওয়াইল্ড ওয়াস্টারন, হার্ভার্ড ক্রেসেল ম্যাটসন, থুমর থর্সন-কার্ন মহান্ত বিণ্ডোর পার্কার, বিবিধ বিদ্যাবিভাগ নারী উইলিয়াম জোসেফ ও শ্রীকুঠি-নীনা-সম্পত্তি রাজা। রাম্বোহান বাজার শ্রৃদ্ধি মহাপুরুষ তাহার প্রথম প্রমাণ। অফ্র্যরুথার উত্তর কালে যে অনেক অসাধারণ শ্রীকুঠি-পরায়ণ বলিয়া শ্রীনিদ্ধ হন, নীর অননীর অবল ধর্মের আগ্রহের ইহার প্রধান কারণ।

ইহার মাতা ঘৃষ্ণী পরাপরাপরিতা, নায়নগণ ও সৌভাগ্যবিদ বিবিধ শুণী হামাল্ল এলিবারি-মার্গুলর সমান্তর ঔষধের ঈর্ষাভাবন হইয়া জীবন ঘাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরিশ্রম হইয়া এক বার স্বাক্ষরকার ঘটিয়া, তিনিই তাহার ঔষধবাদ না করিয়া ধারিতে পারিতেন না। তিনি আহ্মদীদের হিতবর্ধন ঈশ্বর দান করিতেন এবং সেই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সকল অসম্পান্ত ও পথি মূল্য হইলে সহস্র সহস্র পাওয়া যাইত না, তাহা কলিখাতা হইতে আনাইয়া। আপনার নিকটে রাখিতেন এবং গ্রেজোনমতে বিভাগ করিতেন। এলিবারিদের কোন কিরা কর্ম উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা না করিলে সে কার্য্য স্থানভাব হইবে না, সকলের ইহুদি সংঘের ছিল। ধর্মীয় অধ্যক্ষের কার্য্য অধিবাসিত। কত সাধারণের কিরূপে অকাল পাত্র ধার না। ফ্রুক্সর হইতে অনুভূতি হৃদয়ে ইইলে নামক ধারে অক্ষর বানর ঘর্জাত ছিল। তিনি বাঙ্গালীকে তাহার ধারিতে।
অক দিন শুনিলেন, কৃষ্ণনগরের রাজাদের এক ধানি ঘনিশ্চারী বিজয়ী হইলে যাইবে। তিনি শাসন গৃহের কর্তা হইলেও ঐ কথা প্রবং মাত্র অত্যন্ত উচিত ও ব্যক্ত গৃহে হইলা। উপনক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাজাদের এত ব্যর্থ, এখন তাহাদের কিন্তু নিমিত্তে নিজের কিছু হইবে? এবং তাহার সঙ্গে পাঠার অন্ত কই ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অক্স বারুদ পিঠার অযৌক্তিক ও ভগ্নাবহ পূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত, তিনি আজানীর কুটীর ও ব্যবস্থা সকলকে অস্পষ্ট পরিস্থিতে মত দেখিয়া। বাস্তু তিনি সেই সকলকে তদভূমি বদ্ধকরন ও তাহাদের প্রতি চিরদিন তদভূমি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

শিফাস্কা। হিন্দুদেরের ভাবত কাঠাই বর্ষা। শিক্ষাদের বিদ্যাভেদে ব্যাপারও সমাজ্ঞায়ী হইয়া সকলেই ভাঙ্গন। এদেশে “হাতে খড়ি” দেওয়া একটি কাঠামো গ্রহণ। পদ্ধতি যে এই কিছু অন্তহীন হইল থাকে। স্বতঃস্ফুট পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ ১২৩২ সালে ইহার হাতে খড়ি হয়। কিন্তু তৎকালীন অভাবে শেষ থাকে এক অন গৃহস্থানের ইহার বিশারদ ব্যক্তি থাকে। পরে গৃহস্থ এক জন গৃহস্থের ইহার শিক্ষানাম্বে নিযুক্ত করা হয়। অতএব প্রাপ্ত সবধি বর্ষ বৎসর কালে এই সঞ্চিত বাক্সা ব্যবহার গৃহস্থার শিক্ষার নিকট লিপিতে অভাব করেন।

* Indian Mirror, July 18, 1877.
পার্শ্বাঙ্গিক প্রকৃতির জীবন-প্রতিক্ষণ।

এতেন্দ্রের জীবনমাধ্যমের গঠনশাস্ত্র যে সকল বালক, লেখাপড়া করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে জীবনমাধ্যমের সমূহে প্রতিশ্রুত ও ত্রিরূপত না হয়, এমন বালকের সংখ্যা স্থানমাত্রই ছিল বহাশরে যে স্বীকার্য্যের নিকট লিখিতেন, তাহার অক্ষরত অভ্যন্তর ছিল। কিন্তু ইহঁ যদি সমুন্ধ বিশিষ্ট, বিনীত, বৃন্দাবাণী ও প্রকাশনায় ছিলেন যে, এক কিছু নিমিন্তে ইহারে কিছু মাত্র তিরূপত, লাভিত বা বিক্রিয়াজন হইতে হয় নাই। কখন কোন সাধারণ করণে শাসন-চন্দ্র গ্রন্থ করিতে হইলে, স্বরূপাশর "এর কিছু হবে না" এই কথাটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলেই, ইহার হই চক্ষু বিয়া বর বর করিয়া অক্ষরায় বিগলিত হইত।

- এই ইহার ব্যতানিষ্ট এক্ষণে শিক্ষালোকের কার্যে বই আর কিছুই নয়। ইহার মাত্র নিকট অনেকে বার বার অলিরাহেন, যদি এমন বালকের মত ইহার কোন বার ছিল না। নিখোঁজ, শৈশ কাছেও অর্থনীতি বা বিভূতি বলেও বিশ্বগুরু যে এই ছিল বে, ইহার মাত্র বর্ণনায় কেই খ্যাতনামক প্রশত্রাশর বাইতে কেবল তাহাদের বালক অথবা বালকের যে ব্যপা ও মানুষ হইতে এবং "আমি শিবা, আমি প্রধান।" মাত্রায় নিকটে এইরূপ করা উচিত হইলেন, অতি শৈশব কলেজেও বাহিক এই রূপ যাহা প্রকাশ হইত, নিয়ন্ত্রণের তাহার ঐক্যলোকের অভিজ্ঞতা-সংগ্রহ না। ইহা কেন? সর্বাপেক্ষা বিদ্যালয় যে অনুক্রমের চতুর্থার্থ এই নিজের চিন্তায় সর্বাপেক্ষায় এই শব্দের অভিজ্ঞতা বিস্মৃত না গেল। তাহার অর্থ অনুসার না তাহার বালকের বালকের বালক, যাহার নিজের অনুক্রম যে হইতেই ইহার পাঠাতালায় বালকের বালক, হইতেছে না।
প্রথম শিক্ষার সময়ের মনোর উচ্চতাব।

একেবে চূড়ির কাঁটিতে থাকিয়া। প্রাচীনকালে তিন রথার কাল ওকুমহাশের পাঠশালায় শিখিয়া বিষয় সকল শিখে করেন এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু পানীয় শিখিতে অতর্ক করেন। ওকুমহাশের পাঠশালায় থে প্রকার শিখ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহারও অবিদিত না হয়। কিন্তু যে দুইটি প্রবল বাদনা ইহার অন্তঃকরণকে চিরকালের জন্ত বিশেষ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার একটি ভাষার বস্তুমল হয়। অন্যত্র সময়ের পরে ওকুমহাশে ইহারা চাণক্যের বোক পড়াইয়া অলিখিতেন এবং বিদ্যায় গৃহস্থ নীত তুলিতে করাচি।

দেশের পদাতিতে রাজা বিদ্যার নক্ষত্র পূজা করেন।

ইত্যাদি বিদ্যায় বোক পড়াইয়া তে। ওকুমহাশের নিকট ঐ বোকটির অর্থ গুরুদাস মনোন্ধে একটি মনোহর ভাবের উদয় হইল। এ ভাবটি মনে এক দূর সংগ্রাম হইল। গেল বে, ওকুমহাশ চলিয়া গেলে পর, মাতার সঙ্গে সেই বিষয়ের কথা পুনর্ধে করিতে লাগিলে। তত্ত্বালী যে ভাব ইহার মনে উপস্থিত হইল, তাহা এই যে, নানাভিমান ও পদাভিমানে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করাই জীবনের সাধ কর্ত্তা। উভয় কালে এই

কথা ইহার মাতা বিদ্যা পাঠাইয়া বলেন, “এই কথায় বন্ধনার মর্য্যা কাজ নেই। এই কথা পাঠাইয়া বিদ্যালয়ে সজ্জনের মা বলেন, শিক্ষার যা, শিক্ষার যা, শাহার মা বলেন, শিক্ষার যা, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন, শাহার মা বলেন।”
৬ বাঞ্চ অক্ষরকুমার দত্তের জীবন-রূপান্তর।

পাঠালার ছাত্রের খন্ডের অগোচর ছিল ইহা'পাঠক গণ মনে করিয়া এই সকল বিষয় পাঠ করিয়েন।

* হাফারের বেলাম এক্সোডি, বালাকালাবধি তাহার কারা? ইহাতে থাকে। কোন বিশেষ দুটি। দেবিলে স্থান্ত্রি তাহার কালাকৃতি ও কর্মক্রম করিয়া কোন নিমিত্ত অভ্যন। তাহার কারণে মনে করিতে হইত। এমন কি, ইহা তাহার একটি উদাহরণ ও তুলনিতি নিম্ন- নির্দেশ করিয়া রাখিতেন। তাহার অনেক উদাহরণ আছে। এখন ইহার বলে নূতনাধিক ৮ আট বৎসর, তখন এক বিশ্লেষণ অন্ত হইয়া পরে কভেকটি বয়স্কের পাঠকের বাণিজ্য নিম্ন নিম্ন নির্দেশ করিয়া রাখিতেন।

* হাফার আর কোন বলিতে করিয়া পাঠকের বাণিজ্য নিম্ন নিম্ন নির্দেশ করিয়া রাখিতেন। এখন ইহা এই বিষয়ের মনে হইত যে, ইহা এই বিষয়ের মনে হইত যে, ইহা এই বিষয়ের মনে হইত যে, ইহা এই বিষয়ের মনে হইত যে, ইহা এই বিষয়ের মনে হইত।

* ইহা হাফারের বদ্ধ হইলে ইহা কোন ব্যক্তির দু: হক লেখা বাণিজ্য করিতে হইছ। প্রকৃষ্ট করিবে, উত্তরাধিকার নিম্ন নিম্ন নির্দেশ করিতে। তৈরি করিবে যে, যে ব্যক্তি ইহার নিম্ন নিম্ন। প্রকৃষ্ট করিবে, উত্তরাধিকার নিম্ন নিম্ন নির্দেশ করিতে। তৈরি করিবে যে, যে ব্যক্তি ইহার নিম্ন নিম্ন। প্রকৃষ্ট করিবে, উত্তরাধিকার নিম্ন নিম্ন।

* হাফারের বদ্ধ হইলে ইহা কোন ব্যক্তির দু: হক লেখা বাণিজ্য করিতে হইছ। প্রকৃষ্ট করিবে, উত্তরাধিকার নিম্ন নিম্ন।

* হাফারের বদ্ধ হইলে ইহা কোন ব্যক্তির দু: হক লেখা বাণিজ্য করিতে হইছ। প্রকৃষ্ট করিবে, উত্তরাধিকার নিম্ন নিম্ন।

* হাফারের বদ্ধ হইলে ইহা কোন ব্যক্তির দু: হক লেখা বাণিজ্য করিতে।
বাবু অধ্যক্ষের দস্তের জীবন-ব্যতিক্রম।

ধীরের অধ্যায়।

ধীরপুরের বাসায় অগমন।—পাঁচ পরিচারক করিয়া ইংরেজী শিক্ষার অভিকাল এবং দিনের প্রথিতাঙ্গলা পাঠায়, যখন, প্রতিষ্ঠানী প্রতিষ্ঠানের মত পরিত্যক্ত করিয়া ইংরেজী শিক্ষার অগমন হওয়া।—প্রথমে বেশের ইংরেজী শিক্ষার হইয়াছিল তাহাতে অভ্যুষিত।

ধীরপুরে ইংরাইর পিতা ও পিতৃব্যপুত্রদের বাসা ছিল। দশ বৎসর তিন মাস বয়ঃক্রম কালে ইনি তথ্য আগমন করেন। তথ্য হারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া, তাহাকে অসংক্রান্ত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া। এত অব বয়সেই ইংরাইর লোক হয় এবং নানা প্রকার লোকের সহিত কথাবার্তার কলিকাতার সেই সময়ে “ধীরপুরের” ও ভারতীয়ের “ইউনিয়ন স্কুল” সংক্রান্ত নানা কথা শুনিয়া ইংরেজী পড়িতেই অভ্যস্ত ইঁচা হয়। কিন্তু সে সময়ে বিচারাঙ্গ পার্শী ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়া ইংরাইর পিতা, পিতৃব্যপুত্রগণ, প্রতিষ্ঠানী ও প্রাচীন বর্গ সকলেই ইংরাইর পার্শ্ব চারার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ইনি তাহার কোন মতেই না শুনিয়া তত অব বয়সেই সকলের অস্থূলে অভিক্রম করিয়া পার্শ্বম পড়িতে অধ্যক্ষ হন। ইনি এই বিষয় নাইয়া মনে মনে অধ্যক্ষ অস্থূল করিয়েছেন, এমন সময়ে ইংরেজী ও বাংলা। উভয় ভাষায় শিখিয়া এক ধানি তুঙ্গোলার বাংলা। অন্য বুদ্ধি, ব্যবস্থা, বঙ্গায়ত প্রচুর বিষয় পাঠ করিয়া, বহু অভ্যাস হইলেন। এই তুঙ্গোলকাপি
শাস্ত্রীয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধাবর বিজ্ঞানের পুস্তকের পুনরুজ্জ্বল উদিত হয়, হিন্দু সমাজে এখনও এই যে এই পুস্তকের লিপিত রুপান্তরীণি রয়বিরুপান্তরীণ অংশে স্বপ্ন স্বপ্ন বলিয়াই বিবেচনা করিয়া হইল, তবে এই সমাজে পুনৰ্ব্বার এনে অনেক অন্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

বিবেচনা করিয়া ইহার জ্ঞান-মূল্য এক বলতী হইল যে, কোন কারণে ও কারণে অনুপ্রেরণ ইংরেজী আধ্যাত্মিক পরিবারগত করিতে পারিলেন না; অন্ততঃ তত্ত্বের একবারে লুপ্তপ্রতিষ্ঠা হইল উঠিলেন।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, যে সময়ে এখনকার মত বাংলা বিদ্যালয় পর্যাপ্ত হয় না। বাঙলা ভাষায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যারও তাদৃশ প্রচলন ছিল না। জ্ঞান-পদ্ধতি মনোমাহ চাপিত হয় না। তথা যে সময়ের অধ্যাপন ও অধ্যাপন পরিবারের মধ্যে একটিটি ফরিদার অন্য উদারের, মধ্যের ও নিঃস্বাধীন বাংলা।

* In 1824 Pearson published *Bhugol chung Jyotish* (printed in English and Bengali,) i.e. dialogues on *Geography and Astronomy* which gave a general description of the earth, the Zillahs of Bengal, General History of Hindustan, description of other countries of Asia, General Geographies of Europe and America—the solar system, comets, eclipses, tides, lightning, rainbows, compass, meteors. *See A descriptive Catalogue of Bengali Books, by Rev. J. Long. 1855. pp. 17—18.*
১৬। বারু নকশার নথি নয়। সুতরাং
নুসৃত "৫ করণ পুনর্ক পৃথিত ও ৬
আহার সর্ব সকল জনসাধারণে যে সঙ্গ
অস্পৃস্ট, তখন সঙ্গে হইবার কোন না।
লোকমধ্যে তৎসঙ্গকাণ্ডে কোন কথা অথবা করিবারও কোন সুযোগ ঘটিত না। তখনকার পাখান শিক্ষা করিয়া "নেবকধীরের "আজ্ঞাকারী" অবৃত পাঠাই পূর্ব এবং 'তার তথ্য' তত্ত্ব তথ্যের অবৃত শিক্ষা-বিষয় এক ও৬ চিঠি। সেখান পাঠাই শিক্ষার চরম সীমা ছিল। সে সময়ে এদেশের লোকায়তে অশিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষ-তারাপথ অভ্যন্তর অশিক্ষিত বালকের নিম্নাঙ্ক-বিকৃত বিষয়ে আস্থা হওয়া কোন করেন সমাবেশ নয়। ইম্র জল-বর্ষণ ও বর্ষ-পাহারের কারণে, বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় জিহ্বা বা দেব-কর্মাবিশেষ *, পবনেব বায়ু ও বালি। প্রেরণ করেন, এই সময় কথায় অহংকার লোকের প্রভাব অস্ত্র বায়ুও শৈশব-বধির * সাধারণ লোকের নিকটে ও কথকের কথকতায় গুলি আসনিয়াছিলেন। পরে কিংবদন্তীক সময় বৎসরের সময়ে উল্লিখিত তত্ত্বগুলির বাগলা-এ শেষ-চালিত মতের বিরোধী কিন্তু ক্ষুদ্র ও সত্য বিষয়গুলি পাঠ করিয়া ভাবাই বৃদ্ধি-সিদ্ধ ও রূপাখার বলিয়া বোধ কর। এবং সেই সঙ্গে তৎপাঠে পেরা অহরাথী ও প্রতিষ্ঠাচর্চ হওয়া সহজ ব্যাপার ও সামাজিক বৃদ্ধির পরিচালক নয়।″
প্রক্তি হওয়া।

প্রথমার বিষয়ক্ষোঁপোতোরা বলেন, ইংরেজীশিক্ষা দিতে হইলে, একুশ্চি চক্ষু ও আবশ্যক, তিনি তাহা বিশেষত ছিলেন না। হয়মোহন দাত নামক অক্ষর চিহ্নি পিয়ত্র-পুজ্জ ইংরেজী শেখাপড়া আনিতেন।

কলকাতায় স্বনিম কোটের 'মাহার আফিলে' অধ্যান নামির কর্থে নিযুক্ত ছিলেন। পরিজনের মধ্যে কাহারও কিছু শিক্ষা দিতে হইলে তিনিই তাহার ব্যবস্থাপনা করিয়া দিতেন। সে সময়ে পারিশালে 'মাহার' নামে খ্যাত এক এক জন লোক থাকিতেন। স্থানীয়দের সারা ভারতেরই নিজের আগমন বালকদিগকে ইংরেজী ভাষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। বিদিমুরে অজার নামক একজন একজন লোক ছিলেন। পিয়ত্র-পুজ্জ ঐ হয়মোহন দত মহাশ্রো, উক্ত মাহার তিনিটি অথবা ইহাকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেন। ঐ ব্যক্তি ইংরেজীতে তাহার পারদর্শী ছিলেন। তরাই বালকদিগকে উত্তমরূপে পাঠ বুঝাইতে দেন না, ইহার অক্ষর বাবু এক এক বাবুদিগের অধ্যাত্ম গদ্দি বসিয়া বাক্কমের মধ্যই উত্তমরূপ বুঝিতে হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন ব্যাপিয়া ইহাকে বসাইয়া বুঝাইয়া কাল হ্রদুর্য করিতে হয়। কিছুদিন পরে তিনি খুলে আবিষ্কার হইয়া কথা ফিক্ষ বলিতে শুরু হইলেন।

* এই হার প্রথম ও সফল নাম রঘুনন্দন সরকার।
বাবু অক্ষয়কুমার

নিমিত্ত হয়নোহস্ত বারুদের নিয়ে বলেন এবং অহং কোষ কোন বিশেষের অন্তরোধ করান। ইহাতে
অক্ষয বারুদের শীঘ্র মধ্যামত কল লাভ করত হয়। কারণ, ঐ রূপ বারংবার প্রার্থনাতে
বাবু ইহাতে ফুলে শেরে করেন নাই। নিজে,
অপরাধে অপিসি হইতে আপিসা পাঠ বলিয়া দিল।
পরে অক্ষয বাবু কর্তৃক পুনঃপুনঃ উত্তেজিত ও আজ্ঞা,
ব্যক্তি-বিশেষের অস্থূর্ধ-পরভঙ্গ হইয়া তাহার অপিসিকের
একজন ধূসরনিমিত্ত করণির নিকটে লইয়া যান। কোনস্তি
মহানিদের বুদ্ধি বিদ্যা থাকিলে কি হইবে? তিনি যথেষ্ট
বিশেষত্বের সবরক্ষণ ব্যাপৃত ও ব্যতিরেকতা থাকিতেন।
অধ্যাপনায় তাহার বিশেষ মনোযোগের প্রভাব। কিছু করিয়া
রায় নাই তাহে? তবে নিয়ম অস্থূর্ধে এক এক
বার কিছু কিছু বলিয়া দিতেন মাত্র। তাহাও আবার
লক্ষ্য দিয়া এক সময়ে ঘটিত না। এই অস্থূর্ধ এক অক্ষয বাবু
নমুনা যে, কিছু মনোযোগে ও ব্যক্তি তাহে
মান দাপন করিতেন, তাহা ইহার শিক্ষা বিশেষে আঘাত-
কৃত্ষিণ দেখিয়াই অক্ষয বোধমন্য, হইতে পারে।
তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যালয়ে প্রবেশপথ আরও তথ্যপূর্ণ। কলেজের সমস্ত সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত মানসিক কঠিনতা।

ঈহার জান-পিপাসা কিছুতেই মনোক্তুড় হইবার নাহে।

ভবনীপুরে “ঈহার স্কুল” নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। যে সময় ঈহার উদ্দীপনা মানসিক কঠিন হইতেছিল, সেই সময় এক নিবন্ধ উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের বাংলা পরিক্ষা ও পারিস্থিতিক-বিষয়ক কার্য সম্পন্ন হয়। অক্ষর বায়ু ঐ নিবন্ধে ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রের কল্পে তাঁহার পরিক্ষা দেবিতে ধান; তাহা দেবিতাপত্র ঈহার বিদ্যালয়ের অন্যান্য এক বিশিষ্ট হইলে। উঠিল যে, ঈহার মনে মনে সন্ধ্যা করিলেন, “যে রুপেই হউক, আমি কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোঁ
বাবু আফ্রকুয়ার দত্তের জীবন-রূপকান্ত।

দূর্বল, তাহা অনান্যলেই বুঝিতে পারা যায়। হুলে তত্ত্ব
হওয়ার পরে ধরিয়া ইহাই শিলা। কিছুই অপরি করেন
নাই চেষ্টা, কিন্তু পুর্বে হরমোহন নানা ইহাকে উক
কুলে পড়িতে যাইতে বিশেষরূপে নিবারণ করিয়াছেন আমার
কোন কুলে পড়িতে দিলেন না। ইহাতে অক্ষর
বায়ু তাহার নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই
খুঁটান মিশনার কুলেই গমন করিয়াছে। তাহাতে হর-
মোহন গত বিভক্ত এবং কুপিত হইল। পর দিয়া পাতে
নাই, তাহাতে দিয়াই তাহাতে বিকল্প এবং কুপিত হইল। পর দিয়া পাতে
নাই, তাহাতে দিয়াই তাহাতে বিকল্প এবং কুপিত হইল। পর দিয়া পাতে
নাই, তাহাতে দিয়াই তাহাতে বিকল্প এবং কুপিত হইল। পর দিয়া পাতে
নাই, তাহাতে দিয়াই তাহাতে বিকল্প এবং কুপিত হইল।
718 টার সময়ে বলিলেন, 'তুমি এখনই আমার কথা
গুনিতেছ না, আর কিছু দিন ঐ কুলে পড়িলে, তুমি কোন
কুলেই আমাদের অত্যাবসানে চলিবে না।'

বাহাকে চলিল তাহার রাস্তার লোক বলে, ঐ হরমোহন
দত্ত সেই একান্তির লোক ছিলেন। তাহার পত্নী-পত্নীকে
তাহার জোহার সহায়তা, এমন কি, কর্মক্ষেত্রে গুরু
জ্ঞানের তাহার সম্পুর্ণ কথাপক্ষে গৃহীত হইতেন না।
কিন্তু ইনি বাঙালি, তাহা অপেক্ষা সমধিক বর্ণকৃত
এবং নিশ্চিত নিরীক্ষ ও পাঠকীন হইয়া, জানত্ব্যা-
তাহাতে খুঁটান মিশনার কুলে বিভ্র-শিক্ষা। সম্বন্ধে তাহার
সহিত উত্তীর্ণ নায়ক-সঙ্গত ও উচ্চমত বাদায়মান
করিতে কিছুতরাকে ভীত ও কুষ্ঠিত হইলেন
না। ইনি হরমোহন নবীয় তিরস্কার শুনিয়া তুই চারি-
কথার পরে গলিতে লাগিলেন, 'এখনে আপনি আমাকে
কথা বলিয়া মনের কোন পড়িতে দেন তথায় রীতিতে শিক্ষাই
হইয়া এ কথা আপনাকে অন্যতম করিয়া আমাকে কোন
শিক্ষা।

তাহাতেও আমরা আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না দিব নিচে অতি অপরাজে কিছু কিছু পড়া বলিয়া দিতেন। সে সময়ে আমার আপনি আপনি হইতে পারিত হইয়া আশিতেন। তখন আপনার অবস্থান মত অবস্থা হইত না এবং সকল দিন শিক্ষা দেওয়া ঘটিত না। ইহাতে, আমার আধ্যাত্মিক আপনার নিকটে আমার অন্য অনেকে অসহায়ের করেন। তাহাতেও আমার মনের বাগায় না করাতে, আমি ব্যাকুল হইয়া আপনার আপনির উদায়ন মূল। আমর হামিকে বিশেষ্টস্থ অসহায়ের করাই, তাহাতেও আপনি আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া আপনার আপনির একটি কেরা- দির নিকট পড়িতে দেন। তিনি বিদ্যান লোক বেতন, কিন্তু আপনার বিষয়বস্তুই সরকারা যাত্রা থাকিতেন। দিনাংকে একবারমাত্র কিছু পড়া বলিয়া দিতেন। ইহাতে আমার কিছুই মনের ভূষণ হইত না, কেবল কাহাই বাইত। মধ্যে মধ্যে চুপীর বাটিতে গিয়া একাধিক- করে অনেক মাস অবস্থিতি করাতে রূখা কাঠামো হই- রাছে, দে সামনা। কেশর বিষয় নয়; বরে ভবনী- পুরের ইউনিভার্স কুলের পারিতোষিক-বিভাগ। দেখিতে আমার মনে ছিল হইল, আমার কিছুই লেখা পড়া হইতেছে না। এই মনকঠামার সময় এখানে (অর্থাৎ বিদ্যা- পুরে) মিশনারি ক্ষুদ্র সংস্থাপনের সহায়তা নিয়মে এবং অবস্থান হইয়া, তখন পক্ষে রেঞ্জ দিতে হাজার না ও পুনর্নেত্র করে করিতে হইতে না। দিব কারে শিক্ষা হইবে
১৬ বাবু অক্ষরকুমার তত্ত্বের জীবন-রূপকাণ্ড।

কনিষ্ঠ আল্লাহ হইলাম ও নিদর্শত তাহার নিয়া শিকা ফলিতে লাগিলেম; তাহাই যদি অপরি নিশ্চি ক্রি
বেন, কোনোপেই যাইতে দিবেন না, তবে আমার কি
কিছুই লেখা পড়া হইবে না?” আহা! কি ভাববিষণ
ক্রি-তৃষ্ণারী পরিচয়! কি আধ্যাত্ম! কি সুন্দরোহর
নামঃ অজ্ঞানতি! তুমিওনির্দীপিত অক্ষর-
কুমারকে গদিয়-বিহার হরমোহন তত্ত্বের কথার উপর
এরূপ সতের বায়ুর অন্তুষ্ঠান করিয়ে কথিতে দেখিয়া, বাগার সকলে চলিত হইল গলে এবং অনেকেই ইহার শিক্ষা-
ধর্মের বিষয় লিখি ওলন। হর-
মোহন বাবু মনের উপস্থিত বিষয় লিখি এরূপ
আলোচনা চলিল। অক্ষর বাবুর ঐরূপ বাগুরিতমার পরে
দিবল হইতে অবতরণ করিয়া নীচের একটি গৃহে বসিল।
একাকৃত কুক্ত র বিষয় সম্পর্কে পরিচালিত করিয়৷
ছিলেন; কিছু কীর্তন পরে, হরমোহন বাবু আপি
যাইয়ার সময়ই ইহার পিতাকে বলিয়া গলেন, ‘বদঃ কলি-
কাতার থাকিয়। উহার পশিযোর মত হয়, তাহা হইলে
রিকালের গৌরনীহন ও আল্লাহর গ্রিস্ত্যাঙ্গ কুটিয়ের
পিড়ে কোন বাধা নাই।’

পিতার নিকটে ঐ কথা অবগত হইবার পরেই যমিয়
পুরে বাগার বাগার হইতে নিক্রিয় হইল। ইহার পতিনীত

প্রদত্ত বার্তার উপর এখন অন্য তির বির করে কাহার
আলোচনা হইল।
দ্বিতীয় শ্রেণীর রামধন বস্ত্র বাগান ধারকার নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং পর নিম্নে উক্ত ক্ষেত্রে প্রধান হইয়া নিরুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইংরেজ পিতার অস্থি অন্ন আছি সেই নিমিত্ত হরমোহন বাবু কুমারের বৈদ্য দেতে দীক্ষাকর করেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ১০ দশ বৎসর ৪ চারি মাস বয়স্ক কালে ইংরেজ নাম শাত ইংরেজী পাঠার স্থান। যে সময়ে ইনি ওয়ারিয়েটের সমিতিতে পড়িতে আরোপ করেন, তখন ইংরেজ বয়স্ক ১৪ বৎসরের নূতন নেহ। এই ৩ মাস বৎসর কালে এক একাদশ অনর্ধে সংস্থার ঝলকিয়া ছিল, ঝলকিয়া ছিল। এত দিনে ইনি ইংরেজী ভাষার যাত্রা গৌরব কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা অক্ষত পক্ষে শিক্ষা-নামের উপর বোধঃ নহে। যাহা হউক, এত দিনের পরে সৌভাগ্যকে ইংরেজ যাত্রায় শিক্ষার পথ পরিকল্পিত হইল। ইংরেজের ইনি কিপন্থ্য উপাদান হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইল। উভয় বিলাসে অবিশ্বাস হইয়াছিল, এত দিনের পরে পূর্বে ইংরেজ শিক্ষা অতি অনেক হইয়াছিল। এজন্য পৌরোধন বাবু ইংরেজ সম্মত শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠ করিতে শা঳্ল করিলে, ইনি ঐ শ্রেষ্ঠ হইতে উক্ত-মত কোন শ্রেষ্ঠ হইতে ভিন্ন হইতে চাহিলেন। সে সময়ে পৌরোধন শাশ্বত শাহের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলে নিয়ূক্ত ছিলেন। অক্ষর বাবুর ইহজুর, তাহাকে সেই শ্রেষ্ঠ শিখিয়া করা হয়। গুরু মোন্তের ভিতর ঐ ইহজুর আহরণ

* সেই সময়ে সেনানিতে বারোটি কোটির উপর রাখিলেন।
১৮ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-রূপান্তর।

না রাধিয়া একাশে প্রেক্ষাকে গোরমোহন বাবুকে তাহি রিলিনেন। আচা মহাশয় তাহাতে বলিয়া উঠিলেন, 'দে দিঁ? ভূমি ইংরেজী ব্যাকরণো কিছুই রীতিমত পড় নাই, বিশ্বক্রমে ইংরেজী উচ্চারনও করিতে শিক্ষা কর নাই। কেবল বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়াই ডোমাকে গণতম শেষিতে দিলাম। অস্পষ্টত অল্প বয়স হইলে, আরও নিম্ন শেষিতে ভর্তী করিয়া।' গোরমোহন বাবু ঐরূপ বলিলেও, অক্ষয় বাবু নিরস্ত হইলেন না; পক্ষে শেষিতেই ভর্তী হইবার নিমিত্ত নিরক্ষাভিষিক্ত একাশি করিতে লাগিলেন। নবীন ছাত্রের এই সাহস ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অবশেষে আচা মহাশয়কে ইহার মতই সম্মত হইতে হইল। তখন ইহি পদলাভন, অষ্ট্য-বোধ, পুণ্যের প্রতি সত্য-পরিক্ষাণ ও ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন কিছু জ্ঞানিতে না। কিন্তু আমাদের বিষয় এই যে, প্রাথিত পক্ষে শেষিতে সমৃদ্ধি হইল। অবধি অগ্রভাব পরিণম, অধীন অধ্যাপন ও প্রাগৃহ উৎসাহ সহকারে পাঠে এমনই মনোনিবেশ করিলেন যে, ছয় সাত মাসের মধ্যেই ক্ষুদ্র পাঠকের পরিতোষিক বিভবলম্বিত সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠকের পরিতোষিক* উপস্থিত হইলেন বিদ্যাবস্থানীর গোরমোহন আচারে যে অক্ষয়কুমারকে প্রথমে কোনরূপই পক্ষে শেষিতে উপযুক্ত মনে করেন নাই, করেক মাস পরেই

* পক্ষে শেষিতে উপযুক্ত মনে করেন নাই।
শিক্ষা

'ইলিয়ন' নেই শ্রেষ্ঠ একটি খ্যাত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, এতাংশকে হইতে বিশেষতঃ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপূর্ন বিবেচনা করিয়া একেবারেই তৃতীয় শ্রেষ্ঠে উঠিয়া দিলেন। অর্থ মাত্র সেই শ্রেষ্ঠতে অতিবাহিত হয়। সেই শ্রেষ্ঠতেই শিক্ষা কার্যের সমধিক উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বিলিতে বিষ, এই সময়েই ইহার রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা অর্জিত হয়। সেই বৎসর অস্ত্রাঙ্গ ওঝার সঙ্গে পোপের অনুপ্রাণিত হোমর-কৃত 'ইলিয়ড' কাব্য বক্তের শিক্ষকের নিকট পাঠ করেন এবং বাক্তিতে কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজের চেষ্টায় ‘বর্জ্জি’ অধ্যয়ন করেন। ফলতঃ তৃতীয় শ্রেষ্ঠতে এত দুর্লভ উন্নতি লাভ হয় যে, নচরাচর প্রচলিত ইংরেজী এই সকল পাঠ করিয়ে ও চিত্রমূলক স্মৃতির মর্যাদা অবদারণ করিয়ে পারিতেন।
চতুর্থ অধ্যায়।

ছোটানোটা এক বৎসরের সময়েই হিসাবে, কুঁড়োল ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন সময়ে হিস্যর্থের অন্তর্গত।—ব্যবসায়ে অর্থবিধান এবং বিজ্ঞান-সমাজবিদ্যায় উপকৃত এবং গোষ্ঠীবদ্ধ আচারের অনুগ্রহে নে অবিষ্টের মিলাকরণ।

এই শ্রেণীতেই ইহার মানসিক অবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায়। ইংরেজী পাঠ করিতে করিতে ইহার এই একাত্ম মনে হইল যে, পুরোনো অভিষিক্ত ছিল; পরে তাহারা সেই মত মিথ্যা। জানিয়া অপেক্ষকৃতু উৎকৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করে। যখন ধর্মীয়দের মধ্যে একাত্ম ঘটতেছে, যখন হিন্দুধর্ম মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া। হিন্দুসমাজের অজ্ঞতা বিহৃত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, পদ্ধতি তাহা অস্ত্য বোধ হইয়া। উত্তর বায়ো সম্মত ও সঙ্গত। এই ঘটনার পর পটভূমি পুরাণান্ত ভূগোল মনে করিতে বলিয়া নিশ্চিত হয়। যে একাংশ প্রকৃতি, তাহার অপ- প্রাচীন আকাশ কি? এরূপ হইলে হিন্দুধর্ম অবজ্ঞা হওয়া যুগে আত্মক, অভিন্ন ব্যাপারের উপর হইয়া হইয়া। হিন্দুনেতা দাসার শেষে একাবের নাম বসন্ত ও নাম। জড় বস্ত্র মধ্যেও বিদ্যমান থাকেন। পদার্থবিদ্যায় জড় বস্ত্র বিভূতি ও হিতবিদ্যা জুম পাঠ করিয়া। ইহার ভাষা অস্ত্র ও অস- ক্রম উপর হইয়া। এই বিদ্যা এবং ভূগোলবিদ্যার অভাবের পাথা পতনে গিয়া, যথা: শোকগতি, সর-
শিক্ষা।

শিক্ষা এ কার্যের অধিকতর দেবনাথ এবং জগন্নাথ, দামুর, নিজের পিতা দেবনাথ এবং বাসু-বন্ধ, নেশনালি, প্রাকৃতিক বিষয়ের সহায়তায় একা করিতে পারিলেন, তারা প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিষয়গুলি বিকৃত এবং পুরাণগুলি পাথেক তত্ত্ববিশ্বাস মত সমুদায় কার্যকর বলিয়া গিয়া হইল। মনে মনে একি বিচার করিয়া যুক্তি-বলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মনকর্তার এই সময় একীকৃত বিশ্বাস এবং যজ্ঞের কার্যকারণে পূর্বাকালের অধিকাংশ বিষয় জ্ঞাত হইল। বিষয় অতি পার্থ হয়, তাহাই বর্তমান ধর্ম বলিয়া ঈশ্বর অবধারিত হইল।

প্রথম বয়সে অনেক চেষ্টা করিয়াও শিক্ষা ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এখন শিক্ষার সুযোগ ও উপায় হওয়ায় ইনি মনের সুখে বিদ্যা অনুশীলন করিতে লাগিলেন। যদিও শারীরিক ক্রিয়া ছিল, কিন্তু শিক্ষা-লাভ হইতেছে বলিয়া ইনি সেই ক্রিয়ার শ্রীতি অভ্যন্তরে করিতেন না। রামেন্দ্র বাবু ঈশ্বর বড় গৌরব করিতেন। হৃদয়যোগ্যতায় সেই সময়ে রামেন্দ্র বাবুর অনিয়মে যাল না থাকায় তিনি অঞ্চল করিয়া বলিয়াছিলেন “যে সময়ে আমার অর্থা কিছুই হইয়া গেল, সেই সময়ে তাই আমার এখানে আসি-লেন।” কলঙ্ক বিদ্যাচর্চার অঙ্গোদেশে কে কঠ পার্শ্বে হয়, অধ্যয়ন-প্রয়োজন ব্যক্তির তাহ। কলঙ্ক কঠ বলিয়াই ইহে হয় না। এই সময়ে অক্ষর বাবুর পিতা বৈষ্ণব হওয়ার বিষয়কার্য পরিভাষায় পুনরায় চূড়ির ফাটিকে পিঠে অবস্থিতি করিয়েছিলেন। বিষয়বিন পরে কাহীগুলো করিয়ে।
দুইতো। বায়ু অমশায়ার দত্তের জীবন-রুদ্ধিত।

চতুর্থ বায়ু বাবুর উপরই ইহাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে ছিল। বায়ু বাবুর বাচামুলোলা আহারাদি হইত। তাহার পাত্রে দেরির অনন্য চলিত। স্কুল হইতে পাঠায় ফিরিলা আলিয়া। ইহার জন্ম খাওয়া ঘটিত না। অনেক দৈনিক কুকুরের ক্রেতা সহ করিয়া থাকিতেন; শিক্ষা লাভ হইতেছে, এই আনন্দেই তাহ কঠ অকাতরে সহ করিতেন।

রামচাদ নামে এক জন ফিরিয়াল। জলখাবার বিক্রেতা করিয়া জন্ম এই বানাম প্রতিদিন আসিত। এক দিবস অক্ষর বায়ু নীচের ঘরের রোপাকে বসিয়া এই ফিরিয়ালকে বলিলেন, “চুলি আমাকে নিতা নিতা জলখাবার দেও; আমার কর্মকান্ড হইলে তোমাকে শুধু সমেত একবারেই পরিশোধ করিয়া দিব।” ধরিয়া এই বানাম কথায় হইতে ছিল, তখন রামধন বারু উপরের গৃহে ছিলেন; ঐ কথা শুনিলে পাইল। তিনি তখন হইতে রামচাদকে বলিলেন, “চুলি অক্ষরে এক পরদার করিয়া জলখাবার দিও।” ধরিয়া অক্ষর বায়ু জলখাবার খাইতেন, তখন ইহার নিকটে অনেকগুলো কাক আশ্রিত হুইত। ইনি আপনাকে খাইতেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাক সকলকেও কিছু কিছু বিদেশ। সেই অবস্থা অবশ রাখিয়া এখন ইনি ভোজনাস্ত্রে বদলে কতকগুলি কাককে প্রতি দিবস শুধু পরিত। ইহার আশ্রিত ঘরের বাঁক করিয়াছি। এই এক মাস বদনায় ইহার খাঁচের কি একবারের জ্ঞাপন করিতেছে।

ইহার শিক্ষ-কার্যের পদে পদে বিরহ। কেবল।
সিফা।

ইহার নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগ বারা সেই সময় বিপদে অতিক্রান্ত হইত। পঠনশালায় নানাবিধ বিষ বিপদে উর্লজন করিয়া ইহা লক্ষ্য হানে পঠন অচের দুঃখী দণ্ডায়মান থাকিতেন। ইহার শিক্ষার্থী, সহিষ্ণুতা ও অধ্যাপন গৌরবীয় সময় সৃষ্টি করিয়া ফুলিয়া।

এক দিন অক্ষর বারূ অবগত হইলেন, বিদ্যালয়ের এক বৎসরের বেতন আদায় হইয়াছে। এই সময়ের অবক্ষেপ পূর্বে ইহার পিতা কোন হইয়া বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিয়া চুপিয়ে ধান ও ভাষা হইতে কাশী-রায়া করেন একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছিল। অতএব অক্ষর বারূ তারা চিন্তে বিবিলিয়া, স্কুলে বেতন-পরিবেশনের আর কোনো আশাই নাই। উভয় কালে ইহার বেজর অসাধারণ নায়কপত্র পুণের পরিচয়ে অপর হওয়া গিয়াছে, এই পঠনশালাতেই তাহার অস্পষ্ট নির্দেশনা লক্ষিত হইতেছে। এক বৎসরের বেতন দেওয়া হয় নাই, অথচ তাহার অন্ত ইহার নিকট বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কোনো অস্কালন ও উদ্ভিদ। করা ছিল না। কিন্তু অক্ষর বারূ ঐ বিষয় বাণিজ্যাত্ম নিয়ে স্কুলের অধিদায়ী শ্রীযুক্ত গৌরমোহন আচার্য সহায়তাক্ষে বলিলেন, "যখন এক বৎসর আমার বেতন আদায় হয় নাই, তখন কে আমার রীতিমত আদায় হইতে ধাক্কা হইতে বলিতেন, এবং রোগ হইয়া না। অতএব আমার আর স্কুলে পড়া কিছুতে চাইলে পারে? অবর্তের অভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল, একথা উচ্চরণ করিতেও আমার কঠই হইতেছে।"
২৪  বাবু অক্ষরকুমার গন্তোর জীবন-রূপান্তর।

বুদ্ধিজীবী বলিবার জনিতেন এবং অন্যান্য বিষয়ে ইহার সময়, কম্পতি দেখিলে নিজের প্রতি বিষয় দেখিলে ইহার অনেক আশা ভরিয়ে করিতেন। বুদ্ধিমান নেহাবী ছাত্র
বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও গৌরব-বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্তই হউক, বা ইহার সন্ধ্যা-প্রাস্তীত স্থলে অন্যান্য হউক, অচা মহাশর কাহিনেন, 'স্কুল-
পরিচালনা করিয়ে হইবে বলিয়া তুমি তুমি হওয়া ও কাতর হইতেছে, কিন্তু আমি তোমাকে স্কুল পরিচালনা করিতে
বিষয়। তুমি বিষয় এই স্কুলে পড়িতে থাক।' গৌরবোহান বাবুর সম্বন্ধে ইহি এইরূপ অভ্যাসীর অস্থলের
স্তর চারিতার্থ হইলেন এবং পূর্ববর্ত শিক্ষা করিতে থাকিলেন। ইহার কম্পতি ও শিক্ষা-পাঠ্য বৃহৎ করিয়া কি শিক্ষক, কি
সহায়ী সকলেরই ইহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল।
এক বার বাতাস পারিবাক-বিদ্যালয়ের পর উপরের শৈলীতে উঠিবার জন্তই শৈলীর কতকগুলি ছাতার ছোঁয়া-কো
হয়। অক্ষর বাবু সে সময় উপস্থিত
ছিলেন না; চূর্ণীর বালিকা গিয়েছিলেন। বিদ্যালয়-খানি গৌরবের আচা ইহার শৈলীর ছাতাখিয়ে বলিলেন,
'আমার জন্ত উপরের শৈলীতে উঠিবার জন্ত অক্ষর-
কুমারের পরিকালিকার অনুরাগ নাই; তোমরা কি বল?'
তাহারা সকলে এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, 'তাহাতে আধা-
মের কিছুখানি আপনি নাই, কিছুকাজে আপনি নাই।'
প্রক্ষেপ অধ্যায়।

পিতৃবিষয়ক।—সাংসারিক দুর্বলতা।—বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করিয়াও পরিসরম ও অধ্যাবসায় সংক্রান্ত আলোচনার চেষ্টা।—বিধান।—শিক্ষার স্থিতি।
—বিশেষ গবিন্ধ, বিষিষ্ট গবিন্ধ ও অন্যান্য নানা প্রকার বিষয়ের প্রণয়ন।—রাজা। রাধাকান্তের সমাজ। ঐযুক্ত ঐতিহ্য গৌর ও
দৌহির ঐযুক্ত আনন্দকের বহু বায়ন দেব সহিত আলাপপরিচার ও তথ্যাণ প্রত্যাক্ষ।—শিক্ষার ত্রুটিভাষা।—সাধারণ স্মৃতির কুলের স্থিত।

কিছু দিন এইরূপ পাঠাভাস চালিতেছে, এমন সময়ে আবার এক অস্তিত্বের বিপর্য আসিয়া উপস্থিত হইল।
এক দিবস বিদ্যালয়ের নিজের শ্রেণীতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে ইহার পিতার কানীথামে মৃত্যু হইতে এই সংবাদ
সংবলিত এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ঘটনামাঝে
ইহার কুঞ্জের। ঐতিহাসিক।

এই ঘটনার পরে ক্রমে ক্রমে ইহার সংসারের অবস্থা
এরপ হইয়া উঠিল যে, ইহার অর্থ চিন্তা না করিলে, আর
চলে না। বছর পরিসর একত্র সংঘটিত থাকিলে, বেশে মন্দ
পিড়ার হেতু সমুহ ঘটনা থাকে, ইহার মাতাস্থায়ীরও
নানা অর্থে সেইরূপ ক্রম সংঘটিত হইতে লাগিল। এদিকে
অক্ষর বাবুর জ্ঞান-কুঠো এমনই বলবতী যে, কিছুতেই তাহা
খর হইতে মরা। আমার যে দুর জানিরাহি, তাহাতে
সম্বন্ধের জ্ঞান-পিপাসা ইহা অপেক্ষা অধিক ধারিতে পারে,
ইহা মন ছাড়ি পায় না। বিনা ব্যবসায় অন্যায়কে
এই দিন শিক্ষায় হইতেছিল; রামনন্দ বাবুর মুসলমান

{ ২৫ }
২৬  বারু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-রূপান্তর।

বাণ্ডাচেরের ভারূপ অঞ্চল ছিল না। কিন্তু নিজ শিক্ষার অভ্যর্থনার জন্য মনোনীত-নিবারণের উপায়-চেষ্টার কিছু মাত্র বিলম্ব কর। ইহার পক্ষে অসাধু ও অপরাধীর হইয়া উঠিল। ইহার বোধ আদায়ণ মানুষীভূত ছিল, তাহাই ইহার সমস্তকার ও আত্মীয় কৃত্যগণের মধ্যে মূঢ়চিত্ত আছে। এই রক্ষা নিজের শিক্ষা বিষয়ে উল্লেখিত নাই বিধি গ্রহণের রূপে ইহাকে উভয়ের সঙ্গে গতি করিয়া বিদ্যালয়ের বিভাগ করিয়া বাধ্য হইতে হইল। বিদ্যালয়ের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাক্তিত্ব করিয়া উৎসাহিত মনে শিক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু নিজ জননীর মনোনীত ও মনস্তাতের গৃহীত আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অপরখান বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে বিদ্যালয়-বামীর নিকট বিদ্যালয় লইয়া চিরজীবনের মত বিদ্যালয় হইতে বুধিগত হইলেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে উৎসাহের ৬ ছয় মাস, তৃতীয় শ্রেণীতে ১ এক বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর, যেভাবে ২০ অর্থতঃ বৎসরের অধিক ইহার উত্তর বিদ্যালয়ের অধ্যায়ন চলিল না, ইহার অস্পৃষ্ট কোন মনস্তাতের বিষয় অর কি হইতে পারে? ইহার চরিত্র-অনুপ্রেরণ উত্তরের পালমোনি, এরূপ মনে হয় যে, মূল জ্ঞান-সূচক নির্ধরণের উৎসাহ ও অনুবত্ত অধ্যায়ন ব্যাখ্য আর সমস্তই ইহার শিক্ষার বিশেষ।

সেই কেন অতিক্রম ঘটিয়া না, কোন মতেই ইহার জ্ঞানজ্ঞান-পূর্ণ মদ্ধীকৃত হইবার নয়। কিন্তু হইতে বিদ্যালয় লইয়া এক দিকে মনে অর্থপাপকার্যের চিহ্ন।
বিজ্ঞান-শিক্ষায় আহ্বান।

করিতে লাগিলেন, তোপর দিকে তেমনই অধিকতর আরাম
সহকারে বিদেশিতির সত্ত্বে পুষ্টক ছিল। উপরান্তে 
(গোল পুস্তক) পাঠ করিতে ছিল। পুস্তক
যাহাতে জগতের বিষয়ে নির্ধারণ জানা যায়, আরো পুস্তক
অর্থাৎ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গুণ-সংক্রান্ত বিকাশ-অধ্যয়নে বিলক্ষণ আহ্বান
ছিল। ইহী কলেজের পাঠা পুস্তক ভিত্ত অন্য যত পুস্তক
নিজে পাঠ করেন, অষ্টাদশী সারাভিন্ন মানুষের কথা শুনা পুস্তক।
বিলালে পাঠার্থিয় সংক্রান্ত বিজ্ঞানের কথা বলি পুস্তক
-যাহাতে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক দানি সবিশেষের মনোযোগ
পুস্তক আস্তাপাল পাঠ করিয়া বাঁধন। অভিনব ঈহার
শ্রদ্ধার রবি ব্যাপ্তিকে নিজ রূপ কৃত্ত পাঠার স্বাক্ষরে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান
পুস্তককে পাঠাতে পাঠাতে বহুল। ঈরেস্বান
শিক্ষার দল শরণ করিয়া দেবিতে পাণ্ডু ধার
ঈরেস্বান শিক্ষার শ্রদ্ধায় অধীন না হইতেই ঈরেস্বান বিজ্ঞান-রূপের
খাদুক্রাহ হয়। ঈরার বৃহৎ তদাপার্থের কথা কি
রুক্ত প্রয়োগ বাণপারের বাণাৎক্রিয়া নিকটিত
আন-লাভ ঈরার মনের একমাত্র অভিভাষি। ইতো বিজ্ঞান-
বিজ্ঞান পুস্তক হইতে যে সমস্ত তত্ত্ব অগত হইতেন,
তাহা করিয়া নির্দিক্ষিত হইল ঈরা জানিয়া নিম্নতা অত্যন্ত
নৃত্য হইতেন। ঈরেরোগ্য জোটিং-বিজ্ঞান
মহিম নৃত্য একাদশীলন সরোর চক্ষু সৃষ্টিদান পুর্বে ৫

* Joyce's Scientific Dialogue
† কলেজে কর্মসূচি।
২৮ বায়ু অক্ষয়কাল দেতের-জীবন-রূপকার্ত্ত।

গভীরবিধী অচূর্তির বিরোধের সহিত। সারা ভারতের পুরাণে এর আলিপণ্ডি মতের শুল্কের সংখ্যাতে দুর্ঘট এক দিন ইহার মনে হইল, ‘কোনটি বিধার্থি করি?’ যদি ইহুদীর মত সত্য

হয়, তবে কি আলোক এপ্রালীক চাহ। অধীরিত হইয়াছে, না কোনো মনের চুপ্তি জ্ঞান না এবং আকারে জ্ঞান চরিতার্থ হয় না।’ এই বিবেচনার বিশেষ করিয়া গণিত-বিদ্যা-শিক্ষার্থে প্রতিই রাখা হইলেন।

এবং বিদ্যা পুরুষ করুণার অন্য দিন পরেই এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে ঐ বিদ্যার বড় সুন্দর সুমৃত ঘটিয়া পরিল। কিছু পরেই সে ঘটনার খুশীতল লিখিত হইলে।

ইনি স্কুলে অধ্যায় সময়ে কেবল জ্ঞানিতির চারি অধ্যায় ও সমগ্র পাঠীগণ্ধি অধ্যায় করিয়াছিলেন। একে এক বৎসরের মধ্যে জ্ঞানিতির অধ্যায়ন, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিকসমূহ ও লিঙ্কারনিয়াল্লু ক্যালকুলাস

স্থলে অচূর্তি হরম গণিত-শাস্ত্রের উচ্চাংশ সকল শিক্ষার করিয়া এবং জ্যাটিকা, ইক্সিজান, বঙ্গবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, মোটরবিজ্ঞান গণিত-গণিতের দুই সকল বিদ্যা গণিত-গুপ্তে তাহা এবং মদ্যরিকক্র ক্রেনবাণ্ড ২ অচূর্তি মনোবিজ্ঞান, গ্যা-

১ মুক্ত বায়ুর ক্রেনবাণ্ড-বিদ্যা-অক্ষয়কাল করিয়া সময়ে একটি ব্যাপার প্রথম করিয়া উপস্থিত হয়, পাঠকগণকে এটা অগ্রে করা আবশ্যক।

বৈদেশিক গ্রন্থে একটি খুঁজোর নতুন দৃষ্টি ছিল। দেই মুক্তর বায়ুর পরিমাপিতিক দিনটির জন্য ঐতিহ্য বায়ুর নেতাকোষ যথেষ্ট, অথবা বায়ু এবং প্রথিতি হজ্জের যুদ্ধ বিদ্যায় দুই শূন্যের অব্যাহত নোক জেরার সময় বর্তমান। পাঠিয়াদিত্য নিয়ন্ত্রণ বায়ুর সময় হইলে নেয়া যায়।
Mr. Combe had at one time many disciples in Bengal. The famous Bengali writer, Babu Akshayakumar Dattar, who was for many years the Editor of the Tatwabodhini Patrika, was, we believe, a zealous advocate of Phrenology. He has made us familiar with the word Vritti."
ঢুঢু বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-রূপন্তর।

ঐতিহ্যের এই বিষয়ের অধ্যয়ন করিতে পারিলেন। ইনি রেখাসহ গণিত-বিষয়ক সর্বনিম্ন ও উত্তর অধ্যায় বাচ্চা দেহাতে অধ্যাত্মীয় বিষয়ের আলোকচিত্র ধারণা করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ঐ বইয়ের অধ্যায় চিত্তে উল্লেখ্য। পরে যখন পুরুষ ইনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে দেহাত সংস্কার হইয়া উঠিতে পারে। তাহার পূর্বাভাবে ইনি অন্যান্য শিখরের আশাযোগে আকাশ্য হইয়া রহিয়াছেন, নতুন উঠি হইয়া পারিলেন না।

এদেশের লোকের সচরাচর খুল ও কালেজে ভাগ করিয়া যে সকল গুরুতর ও উচ্চতর পঞ্জিকা বিদ্যার চর্চায় বিন্যস্ত হইয়া থাকেন, ইনি বিদ্যালয় পরিভাষা করিয়া সেই সকল বিদ্যার অধ্যায়ে অনুভূত হন এবং সম্পূর্ণ অহংকার করিয়া তাহাতে বিলম্বি পারদর্শিতা লাভ করিয়া। পোভাবো-বাঙালি নায়িকা শ্রীমুখু বাবু শ্রীনাথ ঘোষ† ও শ্রীমুখু বাবু অনন্তকুমার বন্ধু ‡ উভয়ের উপদেশাদি দ্বারা ইহার গণিত-

† ইনি বাবু বাঙালি নায়িকা শ্রীমুখু শ্রীনাথ ঘোষ।
‡ ইনি বাবু বাঙালি অনন্তকুমার বন্ধু।
শয্যাপর্তার দৃষ্টান্ত।

শিক্ষা বিষয়ে বিশেষভাবে সচিত্রতা কার্যকারিতা অভাবের কারণে। একটি বিষয়ে ঘটনাচূড়া ভূমিকাদের পৃষ্ঠতল ইত্যাদি আধিক্য হয়। সেই ঘটনা ইহার অসাধারণ কার্যকারী অপরাধিতা ও পরিচালনা ও সর্বদাই উপদেশার্থ। প্রচার হিসাবে জ্ঞান, বিবর্ণ করা যাইতেছে।

অক্ষর বাবু পিঁপড়ুতে। ভাই রামধন বন্ধুর বাসায় থাকিয়েছেন, পৃথকেই নিদ্রেশি হইয়াছে। সেই বাসায় একটি লোক মধ্যে মধ্যে ইহার ঐ পিঁপড়ুতে। ভাগ্য পুষ্করণম সমিধানে পৃষ্ঠতল বিক্ষয় করিতে আদিত। সে দিন কতক এইরূপ গমনাগমন করিলেই, ইহার মনে হইল, একক নিষ্ঠুর অপরাধ পৃষ্ঠতল এবং ঐ পৃষ্ঠতল-বিক্ষয়ে কে কেন ভূমি ব্যক্তির বাইরে ভূমি। পরে অন্তর্গত করিয়া জানিলেন, সেই সমস্ত পৃষ্ঠতল স্থায়ীই দে ব্যক্তি চুরী করিয়া আনিয়া বিক্ষয় করে। ক্রমে ক্রমে তার শরে শরে জানিলেন, সে কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটায় চাকর এবং ঐ সকল পৃষ্ঠতল সেই রাজবাটায়। কিন্তু সে শোভাবাজারের কোন রাজবাটায় ভূমি, তাই তৎসমুদ্রে তাক জানিতেন না। বীরভূমের ঐ সমস্ত পৃষ্ঠতল অপরাধ হইয়াছে, তাহাদের কথাই কৃতি ও না। জানি কথাই মনঃক্রমে হইতেছে ঐ চিন্তা করিয়া। ইহার অসাধারণ বড়ই অংশী ধর্মীয়।

সেই শোভাবাজারে সেকল পৃষ্ঠতল অন্তর্গত করিয়া লইয়া। আইনে, তাহার কোন হলে যদি বিক্ষয় করে। তবে ঐরূপ পৃষ্ঠতলকারিতায় সে সকল পাইয়া কোন পাইয়া ধর্মীয় প্রা ভাবিয়া, মায়া বাবু সেই চোর চাকরকে কোন কথাই বলিলেন না। এদিকে পৃষ্ঠতলকারিতাক্ষেত্রে যে কোন
৩২ বাংলা অজ্ঞানকালের দুর্গন্ধু জীবনক্রমবৃক্তান্ত।

উপারে হঠাৎ, শ্যামাগুলোর দিয়ে হইতে বলিয়া ঈহার চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইতে লাগিল। পক্ষাং সে বাক্তি রাজ্ঞীর রাধাকান্ত দেব রাজ্যামৃতের ব্যাপ্তির চাক্ষুসে, এই কথা বাই শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ কোন ক্ষণে লোক ঘাড়া। তাহাতে ঐ সংবাদ বলিয়া পাঠিলেন। হৃদয়ের বিষয়, সংবাদদাতাদের মধ্যে কেহই জান ঐ কথা রাজ্যামৃতের লোকের অভিগোচর করিলেন না।

ঈশ্বরের এক দিন ঐ চোর আনিয়া রাখে, "এ পুন্তক সকল চূরে গিয়াছে, ঈহ রাজ্যামৃতের লোকেরা রুষিতে পারিলাম এবং তৎক্ষণাৎ ঈহার আমাকে চাপলে না। করিয়া এক ব্যাপ্তিকে সক্ষম করিয়াছেন এবং তাহাকে করি করিয়া রাখিয়াছেন।" ঐ কথা শুনিয়া ঈশ্বর তৎপরনামস্বরূপ আমি হইয়া পড়িলেন; এক না নির্দেশীকৃত করিয়া কথা পাইতেছে; আর যে বাতাস বহু সে অস্থল মুখে মনের অন্তঃক্রন্ত কোড়কা দেখিতেছে। যে দিন ঐ ব্যাপার ঘটে, সে দিন ঈহার অত দূর মনঃকষ্ট হয় যে, অধিক রাজ্য পর্যবহুল নিঃসৃত হয় নাই। একটি মাত্র যে সামান্ত নিঃসৃত হয়, তাহাও শুনিয়া নহে। এ বিষয়ের জন্য ঈশ্বর মিত্র সাধে পাঠিলেন। যদি কাহারও দ্বারা অভিকাল হয়, এই অভিকালের অস্থায়ী পরিচিত বিষয়ের লোকের সমক্ষ ঐ বিষয়ের অসং উপস্থিত করেন। ঈহার একটি অভিকাল কবিয়াজ রাজ্যামৃতে চিকিৎসা করিতেন। ঈহার একো বলা হইল, তাহাতেও কোন ক্ষণ পরিবর্তন না।

যে ব্যবস্থা ঈহার বাধায় ব্যাপ্তি হইয়াছে না।

এক পুনর্বাণীর বিশেষ ক্ষণ ভাবিয়া আসিবার এক
নিরপরাধ ব্যক্তির অভাবে দণ্ড। এই ছই বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দণ্ড মহাশয়ের এত অনুশুদ্ধি ও এত মনস্তাত্ত্বিক চলিল যে, বারংবার যার তার কাছে ঐ কথা উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন বায়। পরিশেষে এক দিন কথাগুলকে আনন্দমোহন ঠাকুরকে উপস্থিত বিষয় অবগত করিলেন। আনন্দ বাবু থাকী সহায়তায়, রাজ্যবাটির দৌহিত্র শ্রীমুক বাবু আনন্দকুঁক বন্ধুকে এই ব্যাপার আপন করেন। আনন্দ বাবু উঠে গুরুমাতাকে সেই দিনের সৈকতে আনন্দমোহন ঠাকুর বাবুর একটি লোক নঙ্গ করিয়া। অফার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছিলেন। অফার বাবু স্বশ্বাস্থ্যের ঘাতকানা ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবু ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন; সায়ান কালের কিছু পূর্বে তাহাকে শিক্ষা দিতে চাইতেছিলেন; পরবর্তীতে আনন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। ঘটে, অফার বাবু ভাস্কার সঙ্গে করিয়া নিজের বাগানের উদ্বেগক করেন। এ দিকে ঠিক সেই সময়ই আবার ভাস্কারের মহাশয়ের সহিত গৌরবের চার চাকরটি বিস্তৃত পুনর্বর্তের মূল্য লইয়া আসিয়াছিল। অফার বাবু এক্ষণে তার পুত্রকে আনন্দকুঁক বাবুর হাতে সম্পন্ন করিয়া আপনাকে নির্দিষ্ট ও কৃত্যমূলক জ্ঞান করিলেন। রাজ্যবাটির মহাশয়েরা থে যে পুত্রক হারাইল। সমাজে জানিতেন, তাহার অজ্ঞাতরাত্মা আরও অনেক পুত্রক পাইয়া বিদ্যাবিভূষিত হইলেন এবং পুত্রকার্ণকার্য অক্ষুন্ন পরস্পর, ভাস্কার, উদারতা ও সোমভীনতা বেশিরা। অগ্রাহ্য ঐতিহ্য নাশ করিয়ে।
৩৪ বাবু মহাকাশীর দত্তের জীবন-রূপকাণ্ড।

ত্রজন্তু পুনর্ভং পুষ্পিকলি সসন লইয়া গহ্যম করিলেন। রামন-কালে অক্ষর বাবু বলিয়া দিলেন, আপনারা উহারকে অর্থ দৃঢ়তায় শাসন করিয়া রেন নিক্ষুতি দেন। পুলিয়ে পালিষ্ঠার আলোচন নাই।” পূর্বোক্ত মিশ্রপ্রাণ রাখণ্ড পাথিয়া বিনা যে পরিকাণ্ড পাইলে, এইটি ক্ষুব্ধ দক্ষ বাবু অপার আনন্দ-শীরে অভিনিভূত হইলেন।

এইপ্রকার হলে কয় ব্যক্তি এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, পাঠক-গণ একার প্রি চিত্রে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এইপ্রকার হলে এরূপ ব্যবহার করা অতীত অনুমান ধর্মন্ত্রিত কর্ম্য।

আনন্দ বাবু কীর্তিচন্দ্র বাবুকে ঐ বিষয়ের আমূল বস্তুক্ত সমস্যার অবগত করিলেন। এতদৃষ্ট অমৃত্তর নিকট পুরূষের সত্ত্ব আলাপ পরিচয় রাখা অনিশ্চিন্ত জ্ঞান করিয়া। তাহার “পূর্বক্ষ-জিহ্বিত কবিরক্তের নিকট সে বিষয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই উপলক্ষেই তাহাদের দুই জনের সঙ্গে পুণ্য আলাপ।

কাহারো কাহারো এক বার উহার অতুষ্ট একটি কন্ঠ। হরিচন্দ্রে এক বার সধূ সম্রাট চৌধুরী বাবু। প্রথমে তিনি কর্রেক্ষ একটি সংখ্যা পরিবেশন দিয়াছিলেন। মনোজ বাবু অপার হইয়া একার কন্তু অনুসৃষ্ট করিয়া। তাহার মনে হইয়া যে তাহার করিলেন, একার মনোসারেই তাহার গোর সত্যগৃহ হইয়াছে না। এক দিন সত্যৰ পরে সম্প্রতি তিনি বহু বিচার নামে গুহর আনন্দক্ষুদ্রবর্গ সঙ্গে লইয়া হিচার করিয়ছিলেন, তথাপি অক্ষর বাবু কর্তৃক বিবেচনা ছিলেন, এইরূপে দৃষ্টান্ত বা করা হইলেও ইহি বিবেচনা—ব্যভাব। যে যে কারণে উহার দোষী হন করিয়ছিলেন সেই সেই কারণে কন্তুর গোর মোক্ষে প্রয়োজন হইত। পার না।” অমৃত্তর ইত্যাদি কথার দুই পূর্বক্ষ ও পরামর্শিকা দেবালীর নিলের স্থল তাহার সত্যগৃহ ব্যক্তি বিচার পাইলেন।
 পরিচয় ও অবস্থান বিশেষরূপ অন্তন্যরূপ ঘটে। তাহারা কল্পনা বুঝি ইহার প্রতিসমতা চক্ষ ৩০ নৈবেদ্য ব্যক্ত করিলে দৃঢ়। অক্ষর বাবু বলেন, "হাজারা শেষ দিন অবধি পরবর্তী আমার প্রতিস সন্ধ্যাবছায় করিয়া আসিয়েছেন, তাহার আমার এইরূপ অবধারিত আছে যে, তাহারা চির দিনের নিমিত্ত আমার উপকার-ব্রতে বর্তী হইয়া থাকিবেন, এইতে প্রথম অবধি মনে মনে উহার করিয়া রাখিয়াছেন; তীর্থাল। তাহারা শিক্ষা দিয়াছেন; আপনাদের তুমি তুমি পুনর্ব্ব আমার ব্যবহার করিতে দিয়াছেন ও আমার বস্ত অকারণ ও কি কি চিন্দে কতই পরিশ্রম করিয়া আসিয়েছেন; আমার সংক্রান্ত কাজের উপর কাজ, কাজের উপর কাজ, যতই পড়ু না কেন, কিুছুতৈ কিে শুন হন না। আমাদের বাবু আমার নিমিত্ত কোন কোন গণিত গ্রন্থের সাধারণ পাঠ লিখিয়া দিয়াছেন। আমি নিজে তাহার শাস্তিলিপি করিয়া যত পূর্বক রাখিয়াছি; সেই চিরমন্দরের শাস্তিলিপি আমার ক্ষুদ্রতার গতি অনিহিত হইয়া অতীব্ধাতা দ্বারা রহিয়াছে; শীঘ্র বাবু আমার ক্রষ্ণলাখ জন্য একটি কল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, আমাদের নিজের সংরক্ষণের জন্য তাহার অধিক পার্ক কি না সংশ্লেষ্ট; কাফ্যের নিজে-শেষের অন্য এমন ক্রষ্ণ পীরকর করিতে দেখিয়াছি এইরূপ মনে হয় না; কে দিন আমি সাধ্য শিলাগোলে জন্যের মত আকাশ হইলাম, দেই দিন অবধি তীর্থারা তৈত্তিরে যত্ন করিয়া তত্ত্ব ও পরিশ্রম করিয়া সমায় স্বীকরণ ও ক্রষ্ণলাখ করিবেন এই তথ্য ক্রমে নিজের করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম।
৫৬ বারু অক্ষরকুমার হেনের জীবন-ক্রিয়া।

আরচ হইয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত আর এক
সহিতব মহাকুমকের নাম লঘুকৃত করা উচিত; সে নামটি
অসুখাল মিল। তাহার ভাবে পৃথিবী যে শূন্য হইয়া
গেল, আর তাহা বা পাঁচতে কিছু হইবে না। তারতম্যের
উপাসক-সম্প্রদায়ের বিভাগ ভাগ এক ধানি তাহার কর
কমলে যে অপর্ণ করিতে পারি না, আমার এ হেনের
প্রতিশোধ কিছুতেই হইবার নয়।"
পূর্বেই বর্ণন করা গিয়েছে, ইনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালার কন্ধ। লিখিত ছিলেন। তদানীন্তন গুরুমহাশয়ের পাঠ-
শালায় পড়ার মধ্য ও এক প্রায় চিঠি লেখ। পর্যবেক্ষণ বাণিজ্যিক
বিদ্যায়িতদের চরম গীতা বলিয়া পরিলক্ষিত হইত। তৎকালে
বাণিজ্য শিবির রীতিটি ছিল না। ইনি কিছু নিজের
শিক্ষাকালে যে সকল বিষয়ের অভাব অভিভাবক করিয়াছিলেন,
তাহা দূরীকরণে ব্যাপার রহিলেন এবং ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে
ববাজল। তাহা শিক্ষা করিয়া গিলেন। সেই সঙ্গে কিছু
কিছু বজায়। পদ্য পাঠ করিতে অস্থায়ী করিয়াছিলেন। পো
সময় বাণিজ্য পদ্য লেখার রীতি অতি একবিং
গয়-প্ৰতি-রচনা সাধারণের আসার থাকা। দূরে মাত্র তাহার
উপেক্ষায় ও অনাদৃত বিষয়ের সর্বদা সর্বত্র শুন। যাইত। সে
ধারাহত্তর ইংরেজি চিকিৎসা ক্ষেত্র মধ্যে উন্নত, নিশ্চয় ও সারগোত্র,
তাহার ইনি বিশেষকায় ও অন্যান্য কারণ করিয়াই কাদে বা
সত্ত্বে থাকিবার লোক নহেন। ফলতঃ দেশের কোন না
কোন চিত্ত-নাথ কার্য স্বরূপ করাই ইংরেজি জীব-
নের মধ্যে উদ্দেশ্য। ইনি বুঝিয়ে পাঠিলেন, ইংরেজী-শিক্ষার
সন্ত্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় প্রথম লিখিত উল্লম্ব করিলে,
৩৮ বাবু অফফরকুমার দত্তের জীবন-রূপান্তর।

আমি দেশের মূল্যীকৃত বিষয়ে উপকার করিতে পারি না। কেন এই, ইংরেজী বিদেশী ভাষা। বিশেষতঃ, ইংরেজী ভাষা বিশ্বের সর্বোচ্চ উচ্চতা উৎকৃষ্ট উচ্চতা বিদ্যমান আছে, তাহাতে চেয়ে কেবল পূর্বে প্রকাশ করিয়া সমেতে আর কি উপকার করা গাইতে পারে? অতএব বাঙ্গালার ভাষার সহযোগে অন্য ভাষা করা আবশ্যক। আর সংক্ষেপে ভাষার অধ্যয়ন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা উত্তম শিক্ষার অধিকার জন্যে এই মনে করিয়া নূতনাধিক উন্নতিতে নির্ধারিত হইল শিক্ষা করিতে প্রধান হইল। কলিকাতার বহিরাবরণ বিদ্যাবাধিকারের সমীপে এবং চৌপাইর বাটার নামে রাখিয়া গোপীনাথ ভট্টাচার্য নামক একটি অন্য অধ্যাপক একটি নিকট সংক্ষেপ শিক্ষা করেন। শেষেরি ভট্টাচার্যের সংক্ষেপ শিক্ষাতে সুবর্ণ রূপান্তর ছিল। ইনি তাহার সহিতে ব্যাখ্যা আদান করিয়া। কিছু নিজের ব্যবসায় কৌশল বদ্ধ পগলানিক্রিয়া অন্যান্য নাম হিসাব সহায় করিয়া। এক দিন একটি বিষয়ে ভট্টাচার্য মহাশয় সজ্জিত শুরুর উচ্চর করিলেন, তাহা শুনিয়া ইনি বলিলেন, ‘আমি অপমানাকে নাম।’ কথা বলিয়া আপনি কি প্রস্তুত হন!’ তাহা শুনিয়া অপমানক মহাশয় বলিলেন, ‘সে কি? এরূপ হাত পাইলে অপমানের বিদ্যমান হয়। তুমি সত্য্য মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি

* "He began the study of Sanskrit when twenty years old, and acquired much proficiency in it.—Indian Mirror, July 1878."
গাহাতে বড়ই সংখ্যা হুই। ইনি সিদ্ধে ফলক পাঠ করিবার হই ছই তিনটি সোক রচনা পূর্বক উঠিয়া স্থাপন করান। অধ্যাপক তিনি সাহিত্য আলাদা একাই পুরস্কার দিয়াছেন। পদাতি ইহার অসাফাদে তাহার অস্কার ছাড়াই ছাড়াই থাকিয়া ছিলেন।

"জকের ব্যাকরণ-শিক্ষার এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে, কুসংস্কার এখনও স্পর্শও হয় নাই। কেবল সিদ্ধ পরম্পরা পাই করিয়াই সোক রচনা করিল। একি বল বাধি? সোক-গুলি ভার-শত্রু হছারত হয় নাই, পথিগুলিও স্পর্শ। এসো সাধারণ সোক হবে না।" সেই সোকগুলির মধ্যে অক্ষর বাবুর একটি সাধারণ আছে, তাহা এই,

একাধিকধারেত্তামাত্র কুশরণ কমলার কারণে।
অলুকান্ধ সলার রজ্জু, যানামে সম্পূর্ণ।

পরে ইনি নিজে হিন্দুজাতির পুরাতন অহংকার উক্তিতে আসিয়া পাশে অঞ্জাতি অনেক একাড় সংশ্ল অন্ধের অস্ত্রিচ্ছন্ন করেন। এই মাত্র নির্দেশিত বলিয়া, যদি যাহার প্রথমবার্তার অধ্যাপণ, রীতিমত ইংরেজী-শিক্ষার পূর্বে সম্পর্কে বাঙ্গলা ভাষায় পল্লি-প্রচন্ড করিতেন। পরে কোন সামাজিক ঘটনাকের স্বল্প প্রচন্ড লিখিতে অর্জন হই না। এক জন প্রধান বর্তী একার বিরুদ্ধে তাহা প্রচন্ড নিকটতার অর্জন করিবার হইতে পারে। সেই কেন্দ্রীয় উদিত্তিকরী করিবার মতে কুসংস্কার নিয়ে একটিও হইতেছে।
বাবু অক্ষয়কুমার দেশের জীবন-হৃদয়।

দুর্দান্তভাবে নরসাগরের দেশে বাহিরে একটি বাড়ি। তার শহীদীর সূত্র ছিল। সেই রক্তে ইনি প্রতিক্রিয়া-সম্প্রসারণ ঈশ্বরচন্দ্র ও মহাশয়ের নিকট পরিচিত হন। তাঁবি ঈশ্বর সাহিদ ও মহাশয়ের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ও বাণিজ্যবাণিজ্যতা জড়িয়ে, ঈশ্বর হইতেই ইনি তাঁহলেন, পদ্মচন্দ্র বোকলের বিশেষ উপকারকৃত হইতে পারে? মধ্যে মধ্যে এই বিষয়টি অপার। হইতেই ঈশ্বর মনে উপস্থিত হইত। ঈশ্বর মধ্যে এক দিন প্রতিক্রিয়া-বহ্রাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ওগোলের এক জন সহকারী ছিলেন। তিনি ইংরেজী উন্নতির পথে হইতে প্রতিক্রিয়ার নিমিত্তে প্রতিরীতি ও সংবাদ ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ করিতেন। তিনি এক দিন পৌরুষবাড়িতে, ঈশ্বরচন্দ্র ও ইংরেজী মানুষের পথে অক্ষরোধ একটি বিষয় আলোচনাপূর্বক করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল, “ভাই! যদি এই বিষয়টি অসম্ভব করিবে দায়িত্ব, তাহাতে ঈশ্বর বড় উপকার করা হইবে।” গদ্য শেষে ঈশ্বর অভিযুক্ত ছিল না; মনোরঞ্জন ইনি এই বিষয়ে প্রথম-মতঃ অভিযুক্ত করেন যে, “আমি কখন দুর্দান্ত বাড়ি নাই; কি অমৃত অসম্ভব করিব? ঈশ্বর গুনিয়াও ঈশ্বর বর্তমান হইলেন, “ক্ষুদ্র বিষয়ে উজ্জ্বল হইবে, ঈশ্বর আমি বুঝিতে পারি।” ঈশ্বর অর অন্য বাবু ও মহাশয়ের অন্যরূপ অবিশ্বাসী করিতে না পারিয়া উত্তরাধিকারিতে ফিরিয়া অসম্ভব করিয়া হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ওগোলের বাবু তাহার পুলকিত-চিন্তিত বলিয়া হইলেন, “ক্ষুদ্র বদন তুমি অসম্ভব করিয়াছ, যিনি একথাই প্রতিজ্ঞ আসার সংকটঃ করিয়েছেন, তিনি ও
গব্য-প্রচন্ড প্রস্তাব।

গুহন পালন না।” কবিবরের মুখে ঐ গ্রুপ উৎসাহকর বাক্য গুনিয়া ইনি বলিয়া প্রোঁংসাহিত হইয়া আঙ্গলা গর্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ অবধি ইধিমধ্যস্থে এতাংক রাজ্যের পত্র ছইয়া একটি ঐপদ লিখিতেন। এক্ষণে মাননীয় অভিযুক্ত সদস্যজ্ঞ আমরা সত্যত্ত উৎসাহিত এবং নবোদয়মালী লেখককে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া অভিযুক্ত অঞ্চলে প্রকাশ করিতেন। এক বার কোন বিষয় বিষয় পটভূমি ও ভাষা প্রত্য বাদামাহান হয়। প্রভাকরের তৎসর্কত এবং বন্ধুর অক্ষর বায়ু লিখিতা নিতেন। সচরাচর ভাষার এরূপ বিষয়গুলি যেমন আলোকিত হইয়া, উক্ত চূনিঙ্গলি এরূপ নজূম, নিতাঙ্গ নিদ্রাপূর্বক, স্বৈরাঙ্গ-সমস্ত ও অত্যন্ত মনোহর।

দেবোর বাবু ঐ সকল বিষয় পট্টার ভাষী লেখকের অনুসন্ধান লন এবং ঐ সমুদায় অক্ষর বাবুর বিষয়গুলি আহরিত ভাষা পারিয়া ঈহাকে বলেন, “অক্ষর বাবু দুর্বলবনে মুর্তা ছড়াইতেছে কেন?”

অথবা আসন্ত-নিবারণার্থে ঈহাকে বিদ্যামূলক পরিভাষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইনি লভ্যপ্রাপ্ত ধনো-পার্শ্বের শীত কোন উপার্শ নিকটে করিতে সক্ষম কন্ত না। বলিয়া বড়ই সাংনারীক অনুনিধন হইয়া এবং মনের মধ্যে উত্তর চাহিল। যদিও অর্থপার্শ্বের উদ্যশেই ইনি বিদ্যামূলক পরিভাষা করিয়াছিলেন, তথাপি ধনো-পার্শ্বের শীতে কোন উপার্শ করিবার উপযুক্ত প্রায় নাই।

বান্ধার অর্থপার্শ্বপ্রস্তাবন হইতে পারে, কারণ কোন একটি নিশ্চিত ব্যবসায়িক শিক্ষা করেন নাই। সেই সময় কেহ
৪২ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তাংশ

ইহাকে কেলাবিস্বারি করিতে চর্চা; কেহনা সঙ্গা, গরের হাতের কার্য্যাবিশিষ্টকা করিতে বলেন এবং অপর কেহ কেহ রাজীন ভাবে জান কোন ব্যবস্থা অবস্থান করিতে উদ্দেশ্য করিলেন। “কাফ্রাও কাহাও নিকটে সালাল ও পিনশরকার হইয়াছে উপদেশ আপত্তি হন। ইহার পিনশরকার ভাই রামধন বাবু এক দিবস ইহাকে গাট-কশ কেলে কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি সায়ংকালে সঞ্জ্ঞ ভাবে প্রতাগমন করিয়া ব্যাপি একটি আশ্চীরের নিকট বলেন, “ইহ কালেই নরক-ভোগ হইয়া গেল। আর নরক গমন করিব না।” তখন রামধন বাবু আর ইহাকে তাহার কার্য্য শ্রেণী করিতেন না।

ঈষ্ট শুধু ব্যবস্থা প্রয়োজ্য হইয়া। ইহাকে শূন্যভাগী খানি করিতে আহ্বান করেন। যদিও ইহার ধরণকল কর্ণ কোন প্রভূতি নাই, তবুও নিতান্ত অণ্ডাচল এমুর অধুর্থে পীনাক করেন। কিন্তু এক দিন প্রায়ই ঈষ্ট অর্থম ও মনের ভ্রান্তি হয়। ত্রুটির দিবসেই ঈষ্ট বাবু বলেন, “এটা আমার কর্ম নয়। শূন্যভাগী হওয়ার কথা ঘুরে থাকে, পূর্ণভাবী হইতে পারিও আমি তাহাতে সম্ভব নই।”

ঈষ্ট কোন সাহায্যার্থ ব্যক্তি দারগাহির কর্ষ করিয়া উদ্দেশ্য দারগাহির কর্ষের আইন পুনর্তক পাড়িতে আরোহরু করেন এবং ঈষ্টকেও পাড়িতে অহররধ করিয়া অর্থ এক ধারনী পুনর্তকের পরিবর্তে ঐ আইন পুনর্তক দেন। এক বিবর্ত ইনি তাহার কর্ষক পৃষ্ঠা পাঠ করেন। করিয়া সৌকে সৌকে চিহ্নিত যুদ্ধ করিয়া যেয়া যুগ। পূর্বকর পরি-
গ্রামে, ইনি ঐ পুনর্বাচনি সেইঘাট হনের মত তাঁর করিলেন।

ইছার অব্যাহতির মধ্যে আশা কেই মানুষ শিক্ষা করিতে অসুরুদী করেন । হতিম হরিষারথ এরূপ পুত্রের সমর্নে নৌকায়ের ইছাকে সঙ্গে নিয়ে শাখাথায় কালে তত্ত্বরের জন্য জিজ্ঞে করেন । তাহাকে ইনি তখন এই উত্তর করিয়াছিলেন “যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি কথা যাতে হইবে ? আমি জগতের অপরিবর্তনীয় খাদ্যাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই।

তদ্ভাবে আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিত-সাধন হইতে পারিবে। যাহাতে নিজের জীবনাবলি ও সাধারণের হিত-সাধন না হয়, এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া ও তাহাই সঠিক। আমি জীবনে অত্যাবহিত করিতে পারিব না।”

আমার ধ্বংসের অপরূপে নিজ ইচ্ছা ও আত্মরক্ষির বিবেচনা অগত্য কর্ষ-ধারণের অত্যাবশ্যক ইছাকে কিছু দিন কর্ষার গোল (অর্থাৎ ) ঘুরিয়া বেড়াইয়ে যাইয়াছিল। কিন্তু যাহাতে অপরাগ নাই, তাহা কত দিন চলে ? তারিখের অবিলোকে তাহার পরিভাষ করেন।